বাংলাদেশ

কান্ট্রি ফ্যাক্টশীট ২০২৩

Funded by:

Federal Office for Migration and Refugees

RETURN

IOM UN MIGRATION

প্রকাশক

আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) জার্মানি

চার্লটেনস্ট্র্যাবি ৬৮
১০১১৭
বার্লিন
জার্মানি
টেলিফোন. +৪৯ ৯১১ ৪৩ ০০০
ফ্যাক্স. +৪৯ ৯১১ ৪৩ ০০ ২৬০

iom-germany@iom.int
https://germany.iom.int/

এই প্রকল্পটি জার্মান ফেডারেল অফিস ফর মাইগ্রেশন এন্ড রিফিউজিস (বিএএমএফ) এর অর্থায়নে পরিচালিত.

Federal Office for Migration and Refugees

RETURN

এই কান্ট্রি ফ্যাক্টশীটে প্রদত্ত তথ্য যথেষ্ট গবেষণা, সর্বোচ্চ সদিচ্ছা ও সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহার করা হয়েছে। তারপরও কোনো ত্রুটি থেকে গেলে কিংবা কোনো বিষয়ে তথ্য অসম্পূর্ণ হলে আইওএম জার্মানি এর জন্য দায়বদ্ধ বা দায়ী নয়। অধিকন্তু, এই কান্ট্রি ফ্যাক্টশীটের তথ্যের আলোকে কেউ কোনো উপসংহার টানলে কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তার জন্য আইওএম জার্মানী দায় নেই।
জার্মানি থেকে স্বেচ্ছায় চলে যাওয়া কিংবা ফিরে আসা বিষয়ে আরও জানতে সংশ্লিষ্ট ওয়েব পোর্টাল দেখুন ƒƒƒ.জবঃঁৎহরহমভৎড়সএবৎসধহু.ফব, অথবা আপনার নিকটবর্তী অভিবাসীদের গমনাগমন বিষয়ক অফিসে যোগাযোগ করুন।

© IOM August 2024 Information may be outdated due to dynamic developments in the country.

সূচিপত্র

১. স্বাস্থ্যসেব
২. শ্রমবাজার
৩. আবাসন
৪. সমাজকল্যাণ
৫. শিক্ষা
৬. শিশু
৭. যোগাযোগ
৮. একনজরে
৯. ঠরৎঃঁধষ ঈড়ঁহংবষষরহম/Virtual Counselling

১ স্বাস্থ্যসেবা

স্বাস্থ্যসেবা সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য

বাংলাদেশে সার্বজনীন কোনো স্বাস্থ্যবীমার ব্যবস্থা নেই। নিজের খরচ নিজেদের চিকিৎসার জন্য রোগীকে বহন করতে হয়। বাংলাদেশ সরকার প্রাথমিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের জন্য ১৩,০০০ এরও বেশি কমিউনিটি ক্লিনিক প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রতিটি ক্লিনিক সরকারি হাসপাতাল এবং উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এর পাশাপাশি আরো প্রায় প্রায় ৬,০০০ জনকে সেবা দেয়ার লক্ষ্যে স্থাপন করা হয়েছে। বিস্তারিত তথ্যের জন্য::

- http://www.communityclinic.gov.bd/
- http://www.mohfw.gov.bd/
- https://www.dghs.gov.bd/

চিকিৎসাসেবা এবং চিকিৎসকদের প্রাপ্যতা

হাসপাতালগুলোতে একেবারে কম মূল্যে স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার ব্যবস্থা রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থ্য খাতে মানব-সম্পদের ঘাটতি এবং ভৌগোলিকভাবে রোগীর অনুপাতে চিকিৎসাসেবা অপ্রতুল হওয়ায় এখানে সেবা পেতে বেশ বেগ পেতে হতে পারে। সরকারি এবং বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসার মধ্যে গুণগত পার্থক্য রয়েছে। বেসরকারি হাসপাতালগুলোতে সেবাপ্রাপ্তি সহজ হলেও রোগীকে সরকারি হাসপাতালের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি অর্থ দিতে হয়। তবে সেবার মান সরকারি-বেসরকারি উভয় হাসপাতালে ভিনড়ব। যদিও তাকে সাধারনীকরণ করা যাবে না। বাংলাদেশে রোগী-দের যথাযথ রেফারাল পদ্ধতি তথা রোগীকে সঠিক বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কিংবা বিশেষায়িত হাসপাতালে ভর্তির জন্য সুপারিশ করার ব্যবস্থা না থাকার ফলে রোগীকে দ্বিতীয় কিংবা তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত হাসপাতালের ওপর অধিক পরিমাণে নির্ভরশীল থাকতে হয় একইসঙ্গে তার অপ্রয়োজনীয় অনেক অর্থ খরচ হয়। দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে বাংলাদেশে সবচেয়ে ভালো সরকারি স্বাস্থ্য অবকাঠামো রয়েছে। মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতাল ও অন্যান্য হাসপাতাল ছাড়াও প্রায় উপজেলায় হেলথ কমপ্লেক্স রয়েছে:

- https://dashboard.dghs.gov.bd/pages/hss_menu_facility.php?facilitytype_id=29&division_id=&district_id=

মেডিক্যালে ভর্তি

রোগী যেমন সরাসরি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দেখাতে পারে তেমনি হাসপাতাল পছন্দকরণও তাদের রোগ অনুযায়ী হয়ে থাকে।

ওষুধের প্রাপ্যতা এবং তার মূল্য

কি কি ওষুধ পাওয়া যায় এবং তার মূল্য কেমন সে তালিকা এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে

https://medex.com.bd/

ফেরত অভিবাসীদের জন্য স্বাস্থ্যসেবা

যোগ্যতা এবং শর্ত: সকল বাংলাদেশি. নাগরিকের সরকারি-বেসরকারি উভয় ধরনের স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণের সুযোগ রয়েছে।

নিবন্ধন প্রক্রিয়া: সরকারি কিংবা. বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা গ্রহণে নির্দিষ্ট কোনো নিবন্ধন প্রক্রিয়া নেই।অভিবাসন থেকে ফিরে আসা ব্যক্তি কিংবা তাদের পরিবার সরকারি-বেসরকারি যে কোনো হাসপাতালে সেবা নিতে পারবে।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: স্বাস্থ্যসেবা পেতে কোনো কাগজপত্রের প্রয়োজন হয় না।

২ শ্রমবাজার

শ্রমবাজার সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য

কর্তৃপক্ষ (এনএসডিএ) এর অধীনে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড (বিটিইবি) দক্ষ কর্মীদের জন্য তাদের দক্ষতা পরিমাপ করতে নতুন সত্যয়ন স্কিম চালু করেছে http://www.btebcbt.gov.bd । আনুষ্ঠানিক কোনো প্রশিক্ষণ ছাড়াই রিকগনিশন অব প্রায়োর লার্নিং তথা এলপিআর বা পূর্বজ্ঞানের স্বীকৃতির মাধ্যমে যে কেউ তার যোগ্যতা পরিমাপ করে সার্টিফিকেট পেতে পারে। এই এলপিআর অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য উপকারে আসতে পারে। তারা বিদেশে যে কাজ করেছেন, এর মাধ্যমে সেখানে অর্জিত দক্ষতার আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি পাবেন।

চাকরি খোঁজা

জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসসমূহ (ডিইএমও) এবং বাংলাদেশ সরকারের জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরোর অধীনে ৬৪ জেলায় প্রতিষ্ঠিত টেকনিক্যাল ট্রেনিং সেন্টারসমূহে দেশ-বিদেশ উভয়স্থানের কর্মসংস্থানের তথ্য পাওয়া যায়। জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসসমূহের ঠিকানা পেতে এই লিংক দেখুন:

- https://old.bmet.gov.bd/BMET/index;
- https://www.baira.org.bd/

সরকারি প্রতিষ্ঠান ছাড়াও বেসরকারি অনেক প্রতিষ্ঠান চাকরির তথ্য প্রকাশ করে। অধিক তথ্যের জন্য দেখুন:

- http://www.bdjobs.com/
- http://bdesh.bdjobs.com/

বেকারদের সহায়তা

জেলা কর্মসংস্থান ও জনশক্তি অফিসসমূহ বেকারদের জন্য যেসব সেবা দিয়ে থাকে, সেগুলো হলো:-বিএম-ইটির ডাটাবেজে রাখা বেকার জনশক্তির বায়োমেট্রিক রেজিস্ট্রেশন করা, নিরাপদ অভিবাসনের জন্য জেলা পর্যায়ে সচেতনতামূলক কর্মসূচি পরিচালনা, সচেতন-তামূলক ডকুমেন্টারি-নাটিকা প্রদর্শনী, ডিজিটাল মেলা, চাকরি মেলা এবং আবেদনকারীর জন্য শিক্ষামূলক অভিবাসন মেলারও আয়োজন করা। যেহেতু বিশ্ব কোভিড- ১৯ মহামারী মোকাবেলা করছে, বাংলাদেশও তার বাইরে নয়। ফলে আয়বর্ধক কাজ চলছে সীমিত পরিসরে, তাই এসব চ্যালেঞ্জ এবং নাজুকতাও বিবেচনায় রাখতে হবে।

পরবর্তী শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণ

বটিইবির উল্লেখযোগ্য নিবন্ধিত প্রশিক্ষণ সংস্থা (আরটিও) এবং নিবন্ধিত মূল্যায়ন কেন্দ্র (আরএসি) বর্ধিত পরিসরে দক্ষতা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা ও আরপিএল মূল্যায়নের কাজ করে। প্রশিক্ষণ কিংবা মূল্যায়নের ন্য বিটিইবির ওয়েবসাইটে http://www.btebcbt.gov.bd সহজেই এসব আরটিও ও আরএসির নাম ও স্থান পাওয়া যাবে।

ফেরত অভিবাসীদের জন্য চাকরিসেবা

যোগ্যতা এবং শর্তাবলী: যোগ্যতা এবং শর্তাবলী দেখতে দয়া করে নিচের দেওয়া তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্ট য়েবসাইট দেখুন।

নিবন্ধন প্রক্রিয়া: নিবন্ধন প্রক্রিয়াসমূহ জানতে দয়া করে নিচে দেওয়া তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠানগুলোর সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট দেখুন।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র: সহায়তা ও প্রশিক্ষণপ্রদান বা মূল্যায়ন প্রয়োজনীয় থিপত্রের উপর নির্ভরশীল।

৩ আবাসন

আবাসন সম্পর্কিত সাধারণ ধারনা

বাংলাদেশের অধিকাংশ মানুষ ঢাকাকেন্দ্রিক। ফলে এটি দেশের মধ্যে সবচেয়ে ঘনবসতিপূর্ণএবং শিল্পায়িত শহর। ফলে আবাসনের ক্ষেত্রে এলাকা ও অঞ্চলভিত্তিক মূল্যায়নে অনেক তারতম্য হয়। অভিবাসনফেরত কোনো ব্যক্তি যদি কোনো গৃহ তৈরি করতে চায় তবে শর্ত হলো জমি তার নিজের হতে হবে এবং প্রয়োজনীয় অনুমোদনও থাকতে হবে (যেমন সিটি করপোরেশনের অনুমোদন, বিদ্যুৎ, গ্যাসলাইন এবং পানি সরবরাহের অনুমতিও থাকা চাই)। প্রতি বর্গফুটে নির্মাণব্যয় এলাকাভেদে পরিবর্তন হয়। বিল্ডিং নির্মার্ণে প্রতি বর্গফুট হিসেবে খরচ এলাকার আবাসিক অবস্থান, সামগ্রীর মূল্য এবং ট্যাক্স অনুযায়ী ভিনড়ব হয়। তবে শহর এলাকায় আনুমানিক ধরা যায় ৫০,০০০ থেকে ৬০,০০০ হাজার ইউরো। এর বাইরে জমি রেজিস্ট্রেশন ফি, সরকারের ট্যাক্স কিংবা অন্য কিছু এলাকাভেদে তারতম্য ঘটে।জমির দাম আবাসনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বিষয়। ঢাকার প্রায় সকল শহর এলাকা এবং দেশের প্রধান প্রধান শহরের জমির দাম বেড়েছে ব্যাপক হারে। যেমন, শহরের মধ্যে প্রতি বর্গফুট জমির মূল্য ২০০-১০০০ ইউরোর মধ্যে। যেহেতু মানুষ বাড়ছে আবাসনের চাহিদাও বাড়ছে, তাই এপার্টমেন্ট তৈরির সংস্কৃতিও বাংলাদেশে বাড়ছে।

বাসা খোঁজা

বাংলাদেশে ভাড়া বাসার পূর্ব শর্ত হলো চুক্তি। ভাড়ার চুক্তি বাড়ির মালিক এবং ভাড়াটিয়ার মধ্যে সম্পনড়ব হয়। ভাড়ার চুক্তি সম্পনড়ব হবে স্ট্যাম্পে নোটারী করে, তাতে উভয়পক্ষের সম্মতি স্বাক্ষর থাকতে হয়। সাধারণত বাড়ির মালিক ন্যূনতম তিনমাস এবং গড়ে এক বছরের জন্য চুক্তি করতে চান।

রক্ষণাবেক্ষণের খরচ, যেমন বিদ্যুৎ, পানি, হিটিং বিল এবং ছোটোখাটো সংস্কারের কাজ ভাড়াটিয়া বহন করে।ইউটিলিটির সংশ্লিষ্ট মূল্য নিচের লিংকগুলোতে পাওয়া যাবে:

- পানি: https://dwasa.org.bd/
- গ্যাস: https://www.titasgas.org.bd/Pages/Home
- বিদ্যুৎ: https://www.desco.org.bd/bangla/

বাংলাদেশে একটি বড়সংখ্যক আবাসন প্রতিষ্ঠান রয়েছে, যাদের কেউ পুরো দেশে আবার কেউ নির্দিষ্ট শহরে ব্যবসা পরিচালনা করে। আবাসন ব্যবসায়ীদের বিস্তারিত তথ্য ওয়েবসাইটে রয়েছে। তবে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো:

- https://www.bproperty.com
- https://bdnews24.com/classifieds/land/buy-land-in-bangladesh.html
- https://bikroy.com/en/ads/bangladesh/property
- https://bikroy.com/en/ads/bangladesh/plots-land

আবাসনের জন্য সামাজিক অনুদান

বর্তমানে বাংলাদেশে সামাজিকভাবে ঝুঁকিতে থাকা মানুষের জন্য হাউজিং/আবাসনের এর দিক থেকে কোনো ধরনের সহযোগিতার ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। যে কোনো ধরনের আবাসনের ব্যবস্থা ব্যক্তির নিজের বা নিজেদের কিছু মানুষের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টায় নিশ্চিত হয়। উপরন্তু, বাংলাদেশ সরকার গ্রামাঞ্চলে গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণ প্রকল্প নামে একটি প্রকল্প চালু করেছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় এ পর্যন্ত মোট ৭৭১,৩০১টি পরিবারকে পুনর্বাসন করা হয়েছে।

৩ আবাসন

৪ সমাজকল্যাণ

সমাজকল্যাণ পদ্ধতি

বাংলাদেশে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় সামাজিক কল্যাণসংশ্লিষ্ট কাজ করে। মন্ত্রণালয়টির কাজগুলোর অন্যতম সমাজকল্যাণমূলক নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন, সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন, স্বেচ্ছাসেবি প্রতিষ্ঠানের নিবন্ধন প্রদান। তাছাড়া দুঃস্থ, এতিম, অসহায় শিশু ও বিশেষ চাহিদাসম্পন্নদের (ডিসএবেল) মানুষদের শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও পূনর্বাসন প্রদান। গৃহহীন ভবঘুরে, বখে যাওয়া কিশোর, অপরাধপ্রবণ ব্যক্তিদের পূনর্বাসন এবং স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়তা করা।

পেনশন পদ্ধতি

বাংলাদেশে সরকারি চাকরি এবং বেসরকারি গুটিকতক প্রতিষ্ঠান কেবল অবসরে যাওয়া কর্মচারিদের পেনশন বা অবসর ভাতা প্রদান করে। পেনশন সম্পর্কিত সর্বশেষ তথ্য সোশ্যাল সিকিউরিটি পলিসি সাপোর্ট বা এসএসপিএস কর্মসূচির মাধ্যমে জানা যেতে পারে। এ বিষয়ে আরও জানতে দেখুন: socialprotection.gov. bd/.

সমাজের নাজুক জনগোষ্ঠী

সমাজে কয়েক শ্রেণির নাজুক জনগোষ্ঠী রয়েছে, যারা সহায়তার মাধ্যমে উপকৃত হতে পারে। সহায়তার মধ্যে রয়েছে বয়স্ক ভাতা, বিধবা ভাতা, দুঃস্থ দুর্দশাগ্রস্ত ও অর্থনৈতিকভাবে অস্বচ্ছল নারীর জন্য ভাতা, প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীও জন্য বৃত্তি, এসিড সন্ত্রাসের শিকার ও অক্ষমদের ফান্ড প্রদান. তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ, বেদে ও অন্যান্য পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর জীবনব্যবস্থা উন্নয়নে ব্যবস্থাগ্রহণ।

এসব সহায়তার উদ্দেশ্য সামাজিক কর্মসূচিগুলোকে আরও দরিদ্র জনগোষ্ঠীবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলা। সবচেয়ে নাজুক জনগোষ্ঠীকে শনাক্ত করতে সহায়তা, তাদের কাছে যথাসময়ে এবং দক্ষতার সঙ্গে সেবা ও সহায়তা পৌছানো এবং এ কাজে নাগরিকদের অংশগ্রহণ জোরদারকরণের মাধমে এটি অর্জিত হচেছ। মানুষের দক্ষতা বৃদ্ধি ও প্রযুক্তিতে বিনিয়োগ এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। তার বিস্তারিত উপজেলা পরিষদ অফিস এবং ইউনিয়ন পরিষদ থেকে সংগ্রহ করা যাবে। দেশে ৯২ টি উপজেলা এবং ৪৫৫৩ টি ইউনিয়ন পরিষদ অফিস রয়েছে (উপজেলা পর্যায় এবং তার চেয়েও ছোট পর্যায়ের স্থানীয় সরকারের অফিস)।
আইওএম বাংলাদেশ টেকসই পূনরেকত্রীকরণ এবং একটি অভিবাসন সুশাসন প্রকল্পের উন্নয়নে কাজ করছে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের অর্থায়নে অভিবাসীদের তিনটি বিষয় পূনর্গঠনের কাজ চলমান- ১. অর্থনৈতিক, ২. সামাজিক ও ৩. মানসিক। বিশেষ করে যারা ২০১৫ সালের পর ইউরোপীয় ইউনিয়নের কোনো দেশ থেকে তাদের দেশে ফিরেছে, তাদের মানসিক সহায়তা। এসব সেবা সরাসরি দেওয়া হয় কিংবা ১০ টি আরএসসি বা পুনরেকত্রীকরণ সার্ভিস সেন্টার- ঢাকা, নরসিংদী, মুন্সিগঞ্জ, কুমিল্লা, নোয়াখালী, খুলনা, শরীয়তপুর, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল ও সিলেটের মাধ্যমে প্রদান করা হয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য প্রত্যাশার হটলাইনে যোগাযোগের নাম্বার ০৮০০০১০২০৩০।

ওয়েজ আর্নারস ওয়েলফেয়ার বোর্ড (ডব্লিউইডব্লিউবি) এর সহায়তার লক্ষ্য লো মৃত্যুবরণকারী অভিবাসী কর্মীর পরিবার এবং অসুস্থ অভিবাসী কর্মী। সহায়তাসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান, অ্যাম্বুলেন্সসহ প্রদান। বিস্তারিত সেবার জন্য দেখুন ওয়েবসাইট র্ি.বিনি.মড়া.নফ। প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংকও ফেরত আসা অভিবাসীদের দেশে ফেরত আসার পর ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য পূনর্বাসন ঋণ প্রদান করে। বিস্তারিত রয়েছে তাদের ওয়েবসাইটে pkb.gov. bd

৫ শিক্ষা

শিক্ষাব্যবস্থার সাধারণ তথ্য

শিক্ষা মন্ত্রণালয় বাংলাদেশের শিক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত। প্রাথমিক শিক্ষা ও রাষ্ট্রীয় অর্থায়নকৃত স্কুলগুলোর দেখাশোনা করে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বাংলাদেশের সকল নাগরিক পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা বাধ্যতামূলকভাবে সম্পনড়ব করেন; রয়েছে পাঁচ বছরের প্রাথমিক শিক্ষা এবং সাত বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা। বিদ্যালয় শিক্ষার সকল পর্যায়ে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি কিংবা বাংলা ভাষায় তাদের পাঠ সম্পনড়ব করতে পারে। অনেক বসরকারি স্কুল বিশেষত ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দিয়ে থাকে; যেখানে সরকারি অর্থায়নকৃত স্কুলগুলোতে সাধারণতঃ বাংলা ব্যবহার হয়।

খরচ, ঋণ এবং বৃত্তি

পাবলিক স্কুলগুলোতে প্রাথমিক শিক্ষা রাষ্ট্র কর্তৃক অর্থায়নকৃত, সেগুলোতে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীরা পড়তে পারে। বেসরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে যারা পড়ে তাদের অর্থ খরচ করতে হয়। এগুলোতে খরচের তারতম্য রয়েছে এবং এটি নির্ভর করে স্কুলের ধরনের ওপর। অধিক জানার জন্য দেখুন:

- https://moedu.gov.bd/
- http://www.dshe.gov.bd/
- http://www.ugc.gov.bd/.

৬ শিশু

শিশু ও নবজাতকের পরিস্থিতি

ইউনিসেফের মতে, বাংলাদেশে ১৬ কোটি ৯৮ লাখের অধিক জনসংখ্যা রয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ৩৩% শতাংশ পর্যন্ত রয়েছে কিশোর, তাদের সংখ্যা সাড়ে পাঁচ কোটির অধিক । পাঁচ বছরের নিচের শিশু মৃত্যুহার দ্রুত কমানোর ক্ষেত্রে বিশ্বে বাংলাদেশের রেকর্ড রয়েছে। তবে নবজাতকের মৃত্যুরোধের ধীরগতির জন্য এই অর্জন বাধাগ্রস্ত হয়। শিশুদের বিকাশের ধারা ধীরে ধীরে কমছে। অধিক মানসম্পনড়ব শিক্ষা এবং স্কুলে শিশুদের যতড়বপ্রদান একটি বড় বাধা। অধিকাংশ স্কুলে যথাযথ স্যানিটেশন ব্যবস্থা না থাকায় টিনেজ ছাত্রী ও প্রতিবন্ধী বা বিশেষ চাহিদাসম্পনড়ব শিশুর চাহিদা পূরণ করতে পারে না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে না আসতে পারা অধিকাংশ শিশু শহরের বস্তি, প্রত্যন্ত কিছু এলাকা যেখানে পৌঁছানো কঠিন এবং দুর্যোপ্রবণ এলাকা থেকে আসা। বাংলাদেশে প্রাথমিক শিক্ষাস্তর শেষ করে মাধ্যমিকে প্রবেশ করা শিক্ষার্থীর উচ্চ হার রয়েছে। তবে ঝরে পড়ার হারও কম নয়।

বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ এখনও সাধারণ বিষয়। যদিও আইনত এটি অবৈধ। বাস্তবতা হলো এক তৃতীয়াংশ মেয়েরই ১৫ বছরের নিচে বিয়ে হয়ে যায়। ঐতিহ্য অনুসারে, বিয়ের সময় বরের পরিবারকে নের পরিবার একটি নির্দিষ্ট অংকের অর্থ
দেয়। অনেকক্ষেত্রে, বিয়ের পরও কিস্তিতে তা পরিশোধ করতে হয়। তা না হলে, এ জন্য শশুর বাড়িতে মেয়ের নির্যতিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।
বেসরকারি উদ্যোগে শিশুর ভালো থাকা এবং অধিকার প্রদানে কাজ করছে।

যারা একেবারেই দরিদ্র, অশিক্ষিত, অসুস্থ এবং অন্য পিছিয়ে পড়া মানুষদের জীবনমান উনড়বয়নে কিছ এনজিও সহযোগিতা করছে। তারা উল্লেখযোগ্যসংখ্যক শিশুদের নিয়েও কাজ করছে। সেভ দ্য চিলড্রেনও স্বাস্থ্য, শিক্ষা, খাদ্য নিরাপত্তা এবং জরুরি অবস্থার প্রস্তুতির জন্য কাজ করছে। ফ্যামিলিস ফর চিলড্রেন বা এফএফসি বাংলাদেশের একটি অলাভজনক প্রতিষ্ঠান, যারা শিশু ও নারীদের সাহায্য করছে। এটি দাতাসংস্থা এবং স্বেচ্ছাসেবিদের অনুদানে পরিচালিত হয়। হোপ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের গ্রাম এলাকায় হাসপাতাল ও ক্লিনিক তৈরি করছে এবং তারা দেশটির দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মৌলিক স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের কাজটি করছে। ইউনিসেফ (ইউনাইটেড ন্যাশান'স চিলড্রেন'স ফান্ড) বাংলাদেশি শিশুদের সহায়তা করছে এবং এ বিষয়ে তথ্যপ্রদানের কাজ করছে। ওয়ার্ল্ড ভিশন একটি খ্রিস্টান রিলিফ ও উনড়বয়ন সংস্থা। এটি বাংলাদেশসহ বিশ্বের ১০০টিরও অধিক দেশে শিশুদের নিয়ে কাজ করছে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশন একটি বাংলাদেশভিত্তিক প্রকল্প, যেটি মানবাধিকার সুশাসন এবং একইসঙ্গে শিশুর সুরক্ষা ও উনড়বয়নে কাজ করছে।

7 Contacts

National Legal Aid Services Organization
145, New Baily Road
(Jatiyo Mohila Sangstha Building, 7th floor) Dhaka-1000
directornlaso@gmail.com
admonitoringnlaso@gmailcom
Helpline number for legal aid: 16430(Toll Free)

Trafficking in Human Beings Unit
02-9345550, 01730-336177

Bangladesh Legal Aid and Services Trust (BLAST)
1/1, Pioneer Road, Kakrail, Dhaka 1000(For legal assistance: 01715-22020)
Tel:0088-02-8391970-2, 8317185
mail@blast.org.bd
www.blast.org.bd

National Human Rights Commission
BTMC Bhaban, 8th floor, 7-9 Kawran bazar
Dhaka-1215
http://www.nhrc.org.bd/

Wage Warner Welfare Board
Probashi Kallyan Bhaban-71, 71-72, Old Elephant Road, Eskaton Garden, Dhaka
wewb.gov.bd

SME Foundation
4 Panthapath, Dhaka-1215
Tel.: + 880-2-814983, +880-2-8142446, +880-2-9142907, + 88-09669300001-4
Email: info@smef.org.bd
Website: www.smef.org.bd

Technical Training Center (TTC)
Skills, training
Nationwide availability
Bureau of Manpower, Employment and Training (BMET)
89/2 Kakrail, Dhaka 1000
Phone : +880-2-49357972, 49349925

BSCIC (Bangladesh Small and Cottage Industry)
137-138 Motijheel BA/A, Dhaka 1000
info@bscic.gov.bd,
bscic.gov.bd@gmail.com

Youth Development Tranining Centre
Youth Building, 108 Motijheel / A, Dhaka-1000
Tel.: + 88-02-9559389
dg@dyd.gov.bd
www.dyd.gov.bd

Dhaka Ahasania Mission
House-19, Road-12, Dhanmondi, Dhaka
Tel.: 58155869, 9127943, 9123402, 9123420
dam.bgd@ahsaniamission.org.bd
www.ahsaniamission.org.bd

National Institute of Mental Health and Hospital
Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207
9118171
01711027705
nimhr@hospi.dghs.gov.bd
www.dghs.gov.bd

Ain o Salish Kendra (ASK)
7/17, Block-B, Lalmatia, Dhaka-1207
T+88028126134, 8126137

Victim Support Centre
Dhaka Metropolitan Center, Tejgaon Police Station complex, Dhaka-1215
9110885, Mobile: 01745774487, 01755555544, 01755556645, 01733219005,01733219030
vsc.dmp@dmp.gov.bd
http://dmpwsid.gov.bd/

National Institute of Mental Health and Hospital
Dhaka Medical College, Dhaka-1000
Tel.: 01911355264, 01556346637
www.dmc.gov.bd
dmc_principal@yahoo.com

International Organization for Migration (IOM)
House: 13/A Road No. 136, Dhaka 1212, Bangladesch
+880 2-55044811

৮ একনজরে

ফিরে আসার আগে যেসব পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে

- কাগজপত্র: ভ্রমণের বৈধ কাগজপত্র
- শিক্ষা: নিজে এবংনির্ভরশীল সন্তান জার্মানির এক বা একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে যে শিক্ষা বা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে, সেখানে অধ্যয়নের প্রমাণপত্র বা সকল সার্টিফিকেট/ডিপ্লোমা/শিক্ষার ডিগি
- স্বাস্থ্য: কোনো চিকিৎসা গ্রহণ করে থাকলে তার মেডিক্যাল রিপোর্ট (ইংরেজিতে)

ফিরে আসার পরই যেসব পদক্ষেপ নিতে হবে

- ইমিগ্রেশন: একবার ভ্রমণের নুমতি নিয়ে আসা কিংবা জরুরি ভ্রমণের কাগজের ক্ষেত্রে ইমিগ্রেশন প্রক্রিয়া সম্পনড়ব করতে সময়ের প্রয়োজন হয়। ইমিগেশ্র ন কর্তপৃ ক্ষ তথ্য যাচাই করেন। এবং ফেরত অভিবাসী এজন্য নানা প্রশ্নড়বর সম্মুখীন হতে পারেন। ফেরত অভিবাসীর উচিত হবে প্রশেড়বর উত্তর দিয়ে সহায়তা করা। ভ্রমণের অনুমতির কাগজ ইমিগ্রেশনে কর্তৃপক্ষ রেখে দেন।
- কাগজপত্র: যদি ফেরত অভিবাসীর বৈধ পরিচয়পত্র না থাকে তার উচিত জাতীয় পরিচয়পত্র এবং জন্মনিবন্ধনের জন্য আবেদন করা। পাসপোর্ট ইস্যু করতে কিংবা ব্যাংক একাউন্ট খুলতেও এই কাগজসমূহ পরিহার্য প্রয়োজনীয় সহায়তা পেতে ফেরত অভিবাসী রেফারেল সহাযোগিতা নিতে পারেন।

9 Virtual Counselling

বাংলাদেশে অভিবাসন সহায়তা

জার্মানিতে আন্তর্জাতিক অভিবাসন সংস্থা (আইওএম) কর্তৃক ভার্চুয়াল কাউন্সেলিং প্রকল্প রয়েছে। জার্মানিতে থাকা অভিবাসী যারা ফিরে যেতে চান তারা আইওএম বাংলাদেশের মাধ্যমে ফিরে যাওয়া এবং পুনরেকত্রীকরণ সম্পর্কে জানতে পারেন। তাদেরকে বাংলাদেশের আইওএম স্টাফ দ্বারা কাউন্সেলিং দেওয়া হয়। আইওএম স্টাফের সঙ্গে অনলাইন মেসেঞ্জারে বাংলা এবং ইংরেজি উভয় ভাষাতেই যোগাযোগ করা যাবে।

এই সেবার উদ্দেশ্য হলো সম্মানের সঙ্গে ফিরে যেতে ইচ্ছুক অভিবাসীদের যথাযথ তথ্য প্রদান করে বিভিনড়ব প্রত্যাবর্তন পু-নরেকত্রীকরণ ও সহযোগিতামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে তাদের উদ্বুদ্ধ করা।

আইওএম বাংলাদেশের উজ্জল সঙ্গে যোগাযোগ করুন

হোয়াটসঅ্যাপ: +৮৮০ ১৭৬ ৬৬৬ ৭৪২ ৭

(সোম/মঙ্গল/বৃহস্পতি ৯:৩০-১১:৩০ সিইটি)